প্রতারণা-মানিলন্ডারিং অভিযোগে আলিফ ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান ও এমডির বিরুদ্ধে মামলা

সংগৃহীত ছবি

গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড ও Alif World.com–এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে সিআইডি। প্রাথমিক তদন্তে প্রায় ২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের প্রমাণ মিলেছে।

গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড এবং Alif World.com নামের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) সিআইডি সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

অভিযোগপত্রভুক্ত আসামিরা হলেন আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড এর চেয়ারম্যান মো. আয়নাল হক (৬৮) এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও Alif World.com–এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম রয়ন (৩০)।

সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন। বিজ্ঞাপনে বলা হতো, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১ লাখ ০৮ হাজার ৫৪০ টাকা Foster Payment নামের একটি পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে জমা দিলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে একটি পালসার ডাবল ডিস্ক মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করা হবে।

এই প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য গ্রাহক Foster Payment গেটওয়ে ও কোম্পানির বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে অর্থ পরিশোধ করেন। তবে অল্প কিছু গ্রাহক পণ্য পেলেও অধিকাংশ গ্রাহক নির্ধারিত সময় পার হলেও কোনো পণ্য পাননি। পরবর্তীতে অভিযুক্তরা পণ্য সরবরাহ বা অর্থ ফেরত না দিয়ে অফিস বন্ধ করে আত্মগোপনে চলে যান।

তদন্তে ব্যাংক হিসাবের বিবরণী, গ্রাহকদের অর্ডার ও ইনভয়েস, ভুক্তভোগীদের জবানবন্দিসহ বিভিন্ন নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্তদ্বয় পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ২ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৬৭০ টাকা সংগ্রহ করেন। পরে ওই অর্থ নগদ উত্তোলন, নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর এবং ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে ব্যয়ের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হন।

সিআইডির তদন্তে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) অনুযায়ী অপরাধ সংঘটনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট গত ১৭ ডিসেম্বর ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

সিআইডি জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তকরণ ও অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটনে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।